দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 12 JAN 2003
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৩

# গ্রন্থাগার বর্ষ এবং প্রাসঙ্গিক কিছু কথা

কারলাইল বলেছেন, 'গ্রন্থাগার হচ্ছে জনগণের বিশ্ববিদ্যালয়'। ডিটজিয়ান বলেছেন, 'গ্রন্থাগার হচ্ছে গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির অস্ত্রাগার।'—এ উক্তি দু'টি থেকে স্পষ্ট, জনগণের শিক্ষার জন্য এবং গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির চর্চার জন্য গ্রন্থাগার কতোটা গুরুত্বপূর্ণ। গ্রন্থ ও গ্রন্থাগারের গুরুত্ব উপলব্ধি করে গত বছর 'জাতীয় গ্রন্থবর্ষ' পালনের পরে চলতি বছরকে 'জাতীয় গ্রন্থাগার বর্ষ' হিসেবে ঘোষণা দেয়ার মাধ্যমে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গ্রন্থ তথা গ্রন্থাগার প্রেমের যে পরিচয় দিয়েছেন তা সত্যি প্রশংসার দাবিদার। আমরা আশা করবো, এ বছরটিতে বাংলাদেশের সকল পর্যায়ের গ্রন্থাগারের প্রভূত উন্নতি সাধিত হবে। আমাদের দেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগারগুলো রয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে এবং জাতীয় গ্রন্থাগার ও গণগ্রন্থাগারগুলো রয়েছে সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের অধীনে। তাই সকল গ্রন্থাগারের সার্বিক উন্নয়নের জন্য এ দুটি মন্ত্রণালয়েরই সমান গুরুত্বের সঙ্গে প্রচেষ্টা চালানো আবশ্যক।

আমাদের দেশে এখনও বেশিরভাগ লোকই গ্রন্থাগার বা লাইব্রেরী বলতে গ্রন্থ বিক্রয় কেন্দ্র বুঝে থাকেন। এমএ পাস করেও কেন সামান্য গ্রন্থাগারিকের কাজ করেন—অনেক গ্রন্থাগারিককেই হরহামেশা এ ধরনের প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়। গ্রন্থাগারের উন্নয়ন সবাই চাইলেও উন্নত বিশ্বের সঙ্গে আমাদের দেশের গ্রন্থাগার কর্মীদের মর্যাদাগত পার্থক্যের দিকে কেউ নজর দিতে চান না। গ্রন্থাগারিকতাও যে একটি সম্মানজনক পেশা, তা অশিক্ষিত বা অল্প শিক্ষিতরা কেন বেশীরভাগ উচ্চশিক্ষিত পর্যন্ত বুঝতে চান না। তা না হলে কলেজের শিক্ষকদের যেখানে পদোন্নতিসহ তিনটি উচ্চতর স্কেল পাওয়ার সুযোগ রয়েছে, সেখানে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক গ্রন্থাগারিকদের শিক্ষকের পদমর্যাদা দেয়া সত্ত্বেও কিভাবে তাঁরা পদোন্নতি কিংবা উচ্চতর স্কেল থেকে বঞ্চিত হন? একথা নির্দ্বিধায় বলা যায়, গ্রন্থাগারকর্মীদের যথাযথ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত না করলে গ্রন্থাগারের প্রকৃত উন্নয়ন সম্ভব হবে না। আশা করি, গ্রন্থাগার প্রেমিক এ সরকার এ বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ করে গ্রন্থাগারিকদের পদমর্যাদাগত সমস্যার সমাধান করবেন।

গ্রন্থাগারের উন্নয়নের জন্য নিম্নলিখিত বিষয়সমূহের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেয়া একান্ত প্রয়োজন বলে মনে হয়:

১। গ্রন্থাগারগুলোতে পর্যাপ্তসংখ্যক বইপত্রসহ অন্যান্য গ্রন্থাগার সামগ্রীর ব্যবস্থা করতে হবে।

২। প্রত্যেক কলেজ গ্রন্থাগারে ইন্টারনেটের সংযোগের ব্যবস্থাসহ কম্পিউটারের ব্যবস্থা করতে হবে।

৩। তথ্য বিস্ফোরণের এ যুগে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রে পারদর্শিতা লাভের নিমিত্ত গ্রন্থাগারকর্মীদের জন্য নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

৪। আধুনিক বিশ্বের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে গ্রন্থাগারকর্মীদের যথার্থ পদমর্যাদা ও আর্থিক সুবিধা প্রদানের ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।

৫। পর্যাপ্তসংখ্যক গ্রন্থাগারকর্মী নিয়োগের ব্যবস্থা করতে হবে।

৬। প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে গ্রন্থাগারের অবকাঠামোগত উন্নয়ন সাধন করতে হবে।

৭। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পাঠ্যক্রম এমনভাবে প্রস্তুত করতে হবে, যাতে ছাত্র ও শিক্ষকগণ গ্রন্থাগার ব্যবহার করতে আগ্রহী হন।

ডমিনিক রবি বাড়ৈ
সভাপতি,
বাংলাদেশ কলেজ গ্রন্থাগারিক সমিতি,
গ্রন্থাগারিক, নটরডেম কলেজ,
মতিঝিল, ঢাকা ১০০০।